প্রোডাক্‌সন্স সিণ্ডিকেট প্রাঃ লিঃ এর নিবেদন

নন্দগোপালের বিয়ে

চিন্ময় রায়

জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়

হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়

পদ্মা দেবী

তপেন চট্টোপাধ্যায়

আনন্দ মুখোপাধ্যায়

সাত্যকি রায় / কল্যাণ বাগচি / সংগ্রাম কুমার

সীমা রায় / কৃষ্ণা চক্রবর্তী / ভারতী ভট্টাচার্য

রীতা দাস / পূর্ণিমা রায়

শিপ্রা চক্রবর্তী / বীথি গাঙ্গুলী

মনোরঞ্জন ঘোষ / অমরনাথ মুখোপাধ্যায় / অরুণ চৌধুরী

গৌর শী / অজয় বন্দ্যোপাধ্যায় / সুনীলেশ ভট্টাচার্য

খগেশ চক্রবর্তী / গজা বসু / শক্তি মুখোপাধ্যায়

ডাবু গাঙ্গুলী / ছন্দা দেবী

বিশ্ব-পরিবেশনায় / শ্রীরঞ্জিত পিক্‌চার্স প্রাঃ লিঃ

প্রোডাকসন্স সিণ্ডিকেট প্রাঃ লিঃ এর নিবেদন

ননীগোপালের বিয়ে

সংগীত / নচিকেতা ঘোষ

কাহিনী / দীপেন্দ্র কুমার সান্যাল (নীলকণ্ঠ)

চিত্রনাট্য / মনোরঞ্জন ঘোষ

পরিচালনা ও প্রযোজনা / সুধীর মুখার্জী

চিত্রগ্রহণ / আশু দত্ত ● সম্পাদনা / বিশ্বনাথ নায়েক ও নিকুঞ্জ ভট্টাচার্য

শব্দগ্রহণ / অনিল দাশগুপ্ত ● গীতরচনা / গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

সংগীতগ্রহণ ও শব্দপুর্ণযোজনা / সত্যেন চট্টোপাধ্যায়

কণ্ঠসংগীত / মান্না দে ও স্বপ্না দাশগুপ্তা

শিল্পনির্দেশনা / বিশু চক্রবর্তী ও সুবোধ দাস ● স্থিরচিত্র / খুসী সোম

কর্মসচিব / সুখেন চক্রবর্তী

প্রধান সহকারী পরিচালক / মৃণাল গুহঠাকুরতা

রূপসজ্জা / দুর্গা চট্টোপাধ্যায় ● ব্যবস্থাপনা / বেন্টু দাশগুপ্ত ও পাঁচুগোপাল দাস

অন্তর্দৃশ্যগ্রহণ / আনন্দ চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে টেক্‌নিসিয়ান্স ষ্টুডিও এবং

ধীরেন দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সারভিসেস ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার / মোটর হসপিটাল এণ্ড কোং ও অনুপ সেন

সহকারীবৃন্দ। পরিচালনা / সিরাজুল ইসলাম (রাজু), সুনীল দাস ও ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রগ্রহণ / জগদীশ দুবে ● রূপসজ্জা / পাঁচু দাস ও অক্ষয় দাস

ব্যবস্থাপনা / অজিত পাণ্ডে ও বিজয় দাস

আলোক সম্পাত / প্রভাস ভট্টাচার্য, ভবরঞ্জন, সুভাষ ঘোষ ও কাশী কোঙর

শব্দগ্রহণ / সৌমেন চট্টোপাধ্যায় ও বলরাম বাড়ুই

প্রচার পরিকল্পনা / বিদ্যুত্‌ চক্রবর্তী

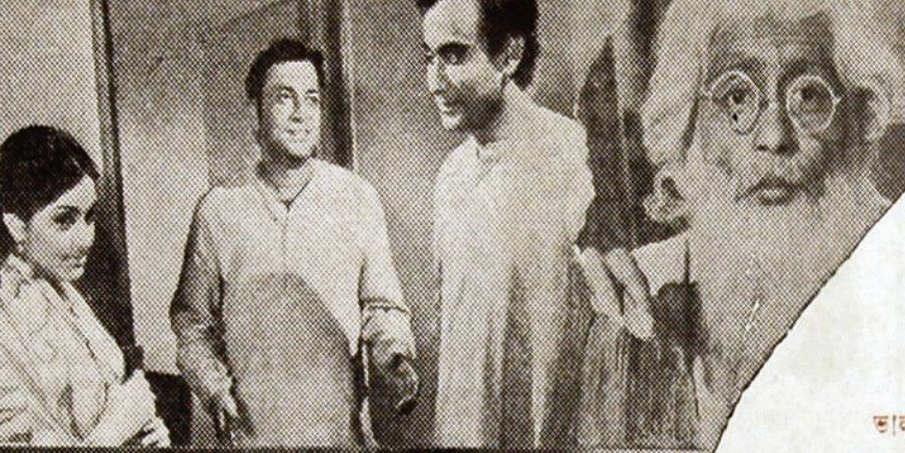

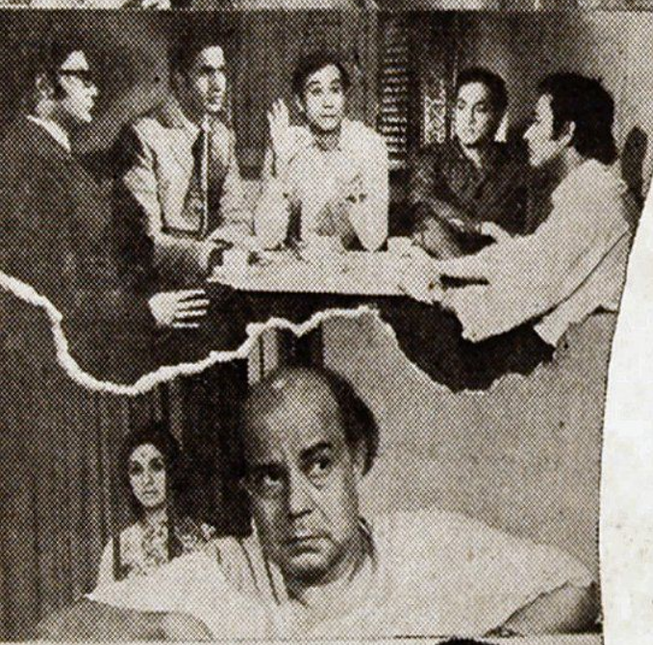

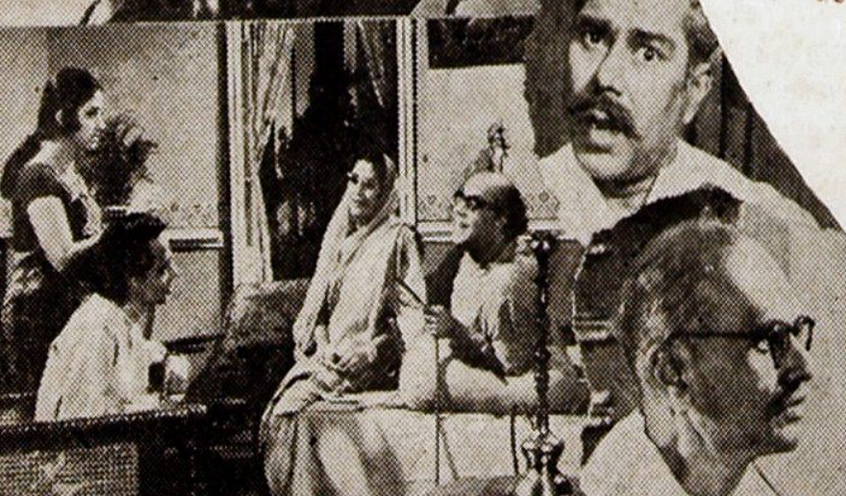

ননীগোপালের বিয়ে ॥ কাহিনী

ননীগোপাল আর কৃষ্ণগোপাল দুই যমজ ভাই। সব ব্যাপারে গণ্ডগোল বাঁধাতে দুজনেই সমান ওস্তাদ। ননী এম. এ. পড়ে আর কৃষ্ণ লেখাপড়া ছেড়ে হৈ হৈ করে বেড়ায়। ননী এমনীতে ভাল ছেলে, কিন্তু কথায় বলে—অতি চালাকের গলায় দড়ি। তাই সব কিছু ম্যানেজ করতে গিয়ে সে সব সময় মিস্‌ম্যানেজ করে ফেলে। সেবার ছাত্রদের রবীন্দ্র জয়ন্তীতে সে ভার নিয়েছিল—বিখ্যাত গায়কদের নিয়ে আসার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কারুকেই নিয়ে আসতে পারেনি সে। তবে তাতে সে দমবার পাত্র নয়, "নেই মামার চেয়ে—কানা মামা ভাল" ভেবে গায়কদের বদলে একগাদা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে হাজির। উদ্যোক্তারা রেগে আগুন, শ্রোতাদের শান্ত করার জন্য তাকেই মাইকের সামনে ঠেলে দেয়। অমায়িক ননী মাইককে ভয় করে না। গানের বদলে তার বক্তৃতা শুনে শ্রোতারা পাইপগান চালাতে যখন উদ্যত হয়, তখন রবীন্দ্র সঙ্গীতই তাকে রক্ষা করে। তার বেসুরো গান—আক্রমণকারী যুবকদের কৌশলে নিরস্ত্র করলো। কিন্তু ছাত্রদের সহপাঠিনী সুন্দরী-সুগায়িকা মানসী, ননীর উপর ভীষণ চটে যায়—সকলের সামনে তাকে অপদস্থ করার জন্য। ননী তাতে বেজায় খুশী হয়, কারণ সে জানে মানসীর সঙ্গে তার বিয়ে সুনিশ্চিত এবং তার জন্য সে বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরতেও রাজি। মানসীর জন্য সে বন্ধু দিলীপের সঙ্গে "ইন্টেলেচুয়াল ডুয়েল" লড়ে। মানসীর প্রেমে ননীর বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। তার "ফ্রেণ্ড ফিলজফার এণ্ড গাইড" প্রহ্লাদ পরামর্শ দেয়—সাহস করে সুযোগ মত মনের কথা মানসীকে বলার জন্য। ননী সহজে সুযোগ পায় না। কলকাতা শহরে নিভৃতে দুটো মনের কথা বলার জায়গা নেই, চারিদিকে লোক গিজ্‌গিজ্‌ করছে। তাই এক রেস্তোরাঁর পর্দা ঢাকা কেবিনে ননী যখন মনের দুয়ার খোলার উপক্রম করে, তখন ঘটে এক বিপত্তি। আর একটু হলেই তাকে হাজত বাস করতে হচ্ছিল। শেষ মুহূর্তে মানসীই তাকে বাঁচায়। ···সুযোগ সন্ধানী ননী মানসীকে জন্মদিনের অজুহাতে বাড়িতে আমন্ত্রণ করে প্রেম নিবেদনের পরিকল্পনা করলো। কিন্তু সেখানেও চালে ভুল। প্রেমিকার পরিবর্তে রাসভারী পিতার কাছেই সে বিয়ের প্রস্তাব করে বসে। নিজের বাড়ির ব্যাপারের মতোই মানসীর বাড়িতেও সে এক কাণ্ড করে বসে। মানসীর জ্যাঠামশাইকে সে,—তার উপর খড়্গ হস্ত করে তোলে। তার ফলে বিয়ের আশা সুদূর পরাহত। ইতিমধ্যে ননীর বন্ধুদের একে একে বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু শাস্তিতে তারা ঘর সংসার করতে পারে না ননীর জ্বালায়। ননীর নানা বেফাঁস কথার ফলে সুরু হয়ে যায় দাম্পত্য কলহ। অগত্যা বন্ধুরা উঠে পড়ে লাগে, ননীরও লেজ কেটে তাদের দলে ভেড়াবার জন্য। ···পুজোর ছুটিতে দিলীপ সকলকে টেনে আনে তার দেশের বাড়িতে। সেখানে নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে ননীর উপর মানসীর ও তার অবিভাবকদের বিরূপ ভাব কাটিয়ে দেয়। কিন্তু তবু সমস্যার মিমাংসা হয় না। ননী পড়ে উভয় সংকটে। মানসীর জ্যাঠামশাই বলেন যে, ননীর মাইনে না বাড়লে বিয়ে হবে না। ওদিকে ননীর উপরওয়ালা বলেন, বিয়ে না করলে মাইনে বাড়বে না। বাধ্য হয়ে দিলীপ ননীর এক অস্থায়ী বিয়ের ব্যবস্থা করে। তারপর মাইনে বাড়লে স্থায়ী বিয়ে হবে। অস্থায়ী স্ত্রীরা ননীর জীবনে এক সাংঘাতিক সমস্যার সৃষ্টি করে। ননীর খুন হওয়া বা জেলে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় সেখানে নেই। যা হোক, শেষ পর্যন্ত সব সমস্যার সমাধান হলো এবং ননী বেচারাও বাঁধা পড়লো তার বৌয়ের আঁচলে।

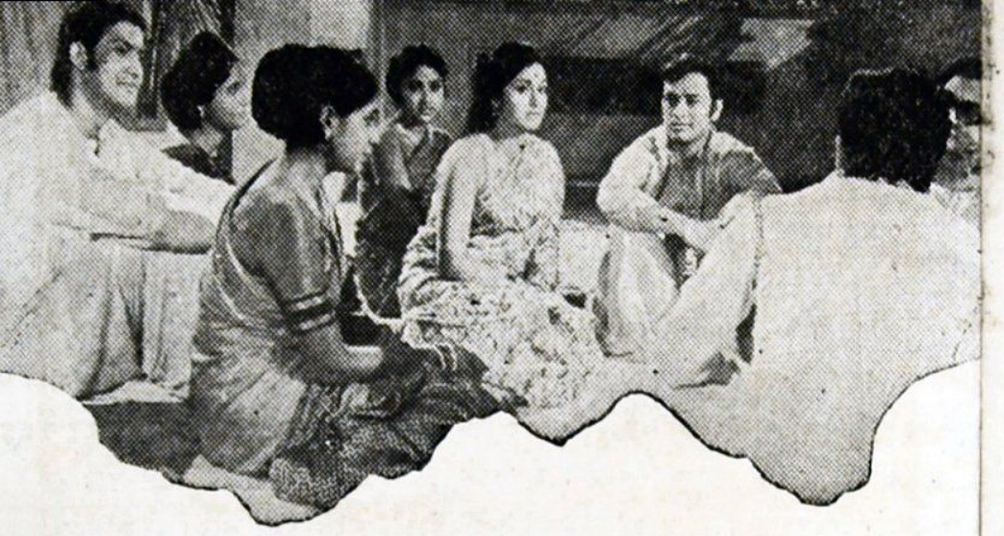

ননীগোপালের বিয়ে ॥ গান

গান / এক

ভয় কি, ভয় কি
আমি বাঘ নই যে ক্ষিদের চোটে
গিলবো তোমায় গপ্ করে।
তোমার কলেজটাকে নুন মাখিয়ে
গিলে খাবো টপ্ করে ॥
গপ্ করে, গপ্ গপ্ করে
গপ্ করে, গপ্ গপ্ করে।
যদি মনটা আমার ইচ্ছে মত
ভীম নাগেরই দোকান হত ॥
তোমার ভালবাসার সন্দেশটা
খেতাম আমি সপ্ করে।
সপ্ করে, সপ্ সপ্ করে ॥
তুমি আমার বুকের পাঁজর
তুমিই আমার মনের বল,
তুমি যদি ফুচকা হতে—
আমি হতাম তেঁতুল জল ॥
যদি কাটা ঘুড়ির মতন ঘুরে
তোমার ছাদে যেতাম উড়ে,
তোমার ঘুড়ি দিয়ে লটকে নিয়ে
ধরতে আমায় খপ্ করে।
খপ্ করে, খপ্ খপ্ করে ॥

গান / দুই

উহুঁ সিগারেট।
বিরহ জ্বালা কি মিলন মালা
সবেতেই আছে এই সিগারেট।
বাসর ঘরে—শশ্মান, কবরে
সবেতেই আছে এই সিগারেট ॥
নেশার কি যাদু—হিপ্পি কি সাধু
সকলেরই মুখে এই সিগারেট।
দিল্লী কি রাঁচি—মরি কি বাঁচি
সুখে দুখে সাথী সিগারেট ॥
বুড়ো কি বুড়ি—আহা ছোড়া কি ছুড়ি
সকলেরই হাতে আজ সিগারেট।
সিগারেট চাই at any rate
Question answer এ
যক্ষ্মা কি Cancer এ
সবেতেই আছে এই সিগারেট ॥
রাজনীতি প্যাঁচেতে—ফুটবল ম্যাচেতে
সবেতেই আছে এই সিগারেট।
প্রেমের আগুন নেভাতে—
আবার দ্বিগুণ জ্বালাতে
সবেধন নীলমণি সিগারেট ॥
ওরে দুআঙ্গুলে ধরে টেনে টেনে তাকে
যতই করে ফ্যালো ছাই।
মনে মনে থাকে কেবলিই সে ডাকে
শেষ নাই ওগো তার শেষ নাই ॥
যেমন রাবণের চিতা—
আর ভগবৎ গীতা
শ্বাশতঃ তেমনি সিগারেট ॥

গান / তিন

আ—আ—আ—আ—আ—
শুনেছি প্রজাপতি গায়ে বসলে
বিয়ের ফুল ফোটে
তুমি ১টি প্রজাপতি ধরে আমায় দাওনা
যাতে মনটা আমার ভরে ওঠে ॥
মিষ্টি মিষ্টি শুভদৃষ্টি
লজ্জা লজ্জা ফুলসজ্জা
ভাবতে বেশ লাগে তাইনা
আমি চাই যা কেন তাকে পাইনা ॥
ছন্দ গন্ধ শুভ-লগ্ন
স্বপ্ন স্বপ্ন আঁখি মগ্ন
কবে যে সত্যি হবে হায় গো
তাই ভেবে শুধু দিন যায় গো ॥
তাই, একটি প্রজাপতি ধরে
আমায় দাওনা—

গান / চার

উ—হুঁ—আ—আ—আ—আ—
ফুল কেমন বাঁচে
ফুলে যদি ভোমরা না আসে।
চাতক বাঁচে কি করে—রে
চাতক কি করে বাঁচে
আকাশে যদি মেঘ না ভাসে ॥
পাথরেতে ফুল কেন ফোটাতে চাওয়া
দিনের বেলায় চাঁদ ওঠাতে যাওয়া ॥
আমার মিলন কাঁদে
আর বিরহ হাসে
ফুল কেমনে বাঁচে,
ফুলে যদি ভোমরা না আসে ॥
ভালবেসে গাওয়া মালা খুলতে চেয়ে
বেশী করে মনে পড়ে ভুলতে যেয়ে—
স্মৃতি তার ছায়া হয়ে রয়েছে পাশে—
ফুল কেমনে বাঁচে,
ফুলে যদি ভোমরা না আসে ॥

শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ এর পক্ষে বিদ্যুত্ চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত
সুলিপি প্রিন্ট সার্ভিসেস কোলকাতা পাঁচ থেকে মুদ্রিত